অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ রাজ্যসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: গুজরাতে বিপুল জয়ের পরের দিনই রাজ্যসভায় প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করলেন বিজেপির সদস্য কিরোড়িলাল মীনা। আজ ওই বিলটি প্রথমে পেশ করা হলে তাতে আপত্তি জানায় অধিকাংশ বিরোধী দল। পরে ধ্বনি ভোটে জিতে ওই বিলটি পেশ করেন মীনা। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক, উত্তরাধিকার বেছে নেওয়ার প্রশ্নে দেশে নানা ধর্ম ও জনজাতির মধ্যে নিজস্ব আইন রয়েছে। কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সব নাগরিককে একই ধাঁচের পারিবারিক আইন মেনে চলার কথা বলে।

রাম মন্দির, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের মতোই দেশ জুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা বিজেপির দীর্ঘ দিনের লক্ষ্য। গত লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহারেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর দল। কেন্দ্র এখন প্রত্যক্ষ ভাবে এ নিয়ে না এগোলেও, একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে এ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ডে ওই আইন যাতে সুষ্ঠু ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, সে জন্য একটি কমিটি গড়েছে সে রাজ্যের সরকার। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অসমের মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যেও ওই আইন আনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

সদ্য ভোট হওয়া হিমাচলপ্রদেশ ও গুজরাতের নির্বাচনী ইস্তাহারে ওই আইন চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গত কাল ভোটের পরেই আজ যে ভাবে মীনা ওই বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, বিজেপি নেতৃত্ব যে ভাবে বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছেন তাতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে এ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও পদক্ষেপের কথা ভাবছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। কারণ ওই আইন ঘিরে যত বিতর্ক হবে, তত হিন্দু ভোট মেরুকরণের প্রশ্নে লাভ হবে বিজেপির। ওই আইনের মাধ্যমে মূলত সংখ্যালঘুদের নির্দিষ্ট পারিবারিক আইনের আওতায় নিয়ে আসাই লক্ষ্য শাসক শিবিরের। কিন্তু ওই আইন প্রযোজ্য হবে জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। জনজাতিদের বিরোধিতা কী ভাবে প্রশমিত করা সম্ভব, সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির কাছে।

আজ রাজস্থানের সাংসদ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ২০২২ বিলটি পেশ করতেই বিরোধিতায় তিনটি প্রস্তাব জমা দেন বিরোধীরা। কংগ্রেস, তৃণমূল, বাম দলগুলি বিরোধিতায় বলেন, ওই বিল ভারতের সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নীতির পরিপন্থী। ওই বিল দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ জহর সরকারের কথায়, "আসলে জল মাপতেই প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসাবে এটিকে আনা হয়েছে। এই বিল অসংবিধানিক, অনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী।" একই সুরে তিএমকে-র সাংসদ তিরুচি শিব বলেন, "ওই বিলটির মূল সুরটিই হল সাম্প্রদায়িক।" সিপিএমের রাজ্যসভার সদস্য জন ব্রিটাস আইন কমিশনের রিপোর্টকে উল্লেখ করে দাবি করেন, "অতীতে আইন কমিশনই জানিয়েছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কোনও প্রয়োজন নেই।"

যে বিষয়টির সঙ্গে দেশের নাগরিকদের জীবন জড়িত, সেই বিষয়টি দেশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া এ ভাবে সংসদে আনা উচিত নয় বলে দাবি করেন অধিকাংশ বিরোধী সাংসদ। বিজেপির রাজ্যসভার নেতা পীযূষ গয়াল বলেন, "প্রত্যেক সাংসদের কোনও একটি বিষয় নিয়ে সংসদে সরব হওয়ার অধিকার রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা হতে দেওয়া হোক।" সরকারে প্রত্যক্ষ মদতেই ওই বিলটি আনা হচ্ছে বলে বিরোধীরা যে অভিযোগ তোলেন, তার সমালোচনা করে গয়াল বলেন, "সরকারের দিকে আঙুল তোলার কোনও অর্থ হয় না।" এর পরেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় ধ্বনিভোট করালে বিলটি পেশের পক্ষে সমর্থন করেন ৬৩ জন। বিপক্ষে ভোট দেন ২৩ জন সাংসদ। তার পরই বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করেন মীনা। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, "বিলটি রাজ্যসভা ও লোকসভা-দু'কক্ষে পাশ হলে ওই বিলের ভিত্তিতে চাইলে আইন তৈরি করতে পারে সরকার।"

বিরোধীদের অভিযোগ, আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত এ বিষয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়ে দেশ জুড়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। কারণ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে মুসলিম ল'বোর্ড। বিষয়টির সঙ্গে সংখ্যালঘু সমাজের ভাবাবেগ জড়িত থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই পথে নামবে সংখ্যালঘু সমাজ ও বিরোধী দলগুলি। লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি করবে বিজেপি। কারণ মোদী-শাহ জানেন, সংখ্যালঘুদের সমর্থনে যত সুর চড়বে, তত একজোট হবে হিন্দু ভোট, যা ভোটের বাক্সে ফায়দা দেবে দলকে।